ছোটদের আখলাক সিরিজ

ক্ষমাশীল হই

সত্যায়ন
প্রকাশন

৩ ক্ষমার বিনিময়ে জান্নাত!

কিয়ামাতের দিনের একটি দৃশ্যে চলে যাই। তখন কী যে ভয়াবহ অবস্থা হবে, জানো! সেদিন সবার মাথার ওপরে থাকবে সূর্য। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে পঞ্চাশ হাজার বছর! সবাই অস্থির হয়ে যাবে, কখন বিচার শুরু হবে? আর কখন আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন!

সেদিন কিছু মানুষকে আল্লাহ বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দেবেন। তাদের পুরস্কার আল্লাহই দেবেন! কিন্তু তারা কারা?

সবাইকে যখন হিসাবের জন্য দাঁড় করানো হবে, তখন একদল লোকের গলায় তরবারি ঝুলতে থাকবে। সেই তরবারি থেকে ঝরতে থাকবে রক্ত! তারা ভিড় করবে জান্নাতের দরজায়। কেউ একজন প্রশ্ন করবে, "ওরা কারা?"

উত্তর আসবে, "তারা শহীদ! তারা ছিলেন জীবিত। আল্লাহর কাছ থেকে তারা রিযক্ পেতেন নিয়মিত।"

এরপর দুইবার ডাকা হবে, "যাদের পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর যিম্মায়, তারা যেন উঠে আসে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।"

প্রশ্ন করা হবে, "কাদের পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর যিম্মায়?"

উত্তরে বলা হবে, "যারা মানুষকে ক্ষমা করে দেয়!"

তৃতীয়বারে আবার ডাক শোনা যাবে, "যাদের পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর যিম্মায়, তারা যেন উঠে আসে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।"

তখন অনেকগুলো মানুষ উঠে দাঁড়াবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হ্যাঁ, যারা অন্যকে ক্ষমা করে দেয়, তাদের পুরস্কার আল্লাহর যিম্মায় রয়ে যায়। আর সেটা হলো বিনা হিসাবে জান্নাত!

ঘটনাটি তাবারানি-এর আল-মু'জামুল আওসাত-এর ১৯৯৮ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

১০ আল্লাহর ক্ষমা পেতে হলে

নবি ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয় সাহাবি ছিলেন আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। তার ছিল এক দরিদ্র ভাতিজা। ভাতিজার নাম মিসতাহ। আবূ বকর তাকে দেখাশোনা করতেন। তার জন্য টাকাপয়সা খরচ করতেন।

একবার মুনাফিকরা আবূ বকরের মেয়ে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর নামে বদনাম করতে শুরু করল। অথচ সেটি ছিল একটি বানানো ও মিথ্যা ঘটনা। মুসলিমদের কষ্ট দেওয়ার জন্য মুনাফিকরা প্রায়ই এমন মিথ্যা রটাত। মিসতাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও না বুঝে মুনাফিকদের কথা প্রচার করতে লাগলেন।

মিসতাহও মুনাফিকদের কথা প্রচার করল? এই ভেবে আবূ বকর মনে কষ্ট পেলেন। তিনি শপথ করলেন, ভাতিজার জন্য আর কোনো টাকাপয়সা খরচ করবেন না।

কিন্তু আল্লাহ আয়াত নাযিল করে জানালেন, আবূ বকর যেন আগের মতোই দান করতে থাকেন। আর মিসতাহকেও যেন ক্ষমা করে দেন এবং তার ভুলত্রুটি এড়িয়ে চলেন। আল্লাহ বলেন,

أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"তোমরা কি চাও না, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, শ্রেষ্ঠ দয়ালু।"

- সূরা নূর, ২৪ : ২২

এই আয়াত শুনে আবূ বকর বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, আমি চাই যেন আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেন!' এরপর তিনি মিসতাহকে ক্ষমা করে দিলেন। আগের মতোই তাকে খরচ দিতে লাগলেন। আবূ বকর (রাঃ) বুঝলেন, মানুষের ভুল ক্ষমা করলে আল্লাহও আমাদের ভুল ক্ষমা করবেন।

ঘটনাটি মুসলিম ২৭৭০ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

এক-নজরে
গল্পগুলো

১ মূর্খদের ক্ষমা করাই উত্তম

২ শ্রেষ্ঠ মানুষের ক্ষমা

৩ ক্ষমার বিনিময়ে জান্নাত!

৪ শত্রুও বন্ধু হয় ক্ষমার গুণে

৫ ক্ষমা করলে দূর হয় হিংসা

৬ ক্ষমাকারী পায় আল্লাহর ভালোবাসা

৭ রাগ যেন হয় সীমার মাঝে

৮ ফেরেশতা দিলেন গালির জবাব

৯ ভাঙল অভিমান ক্ষমার গুণে

১০ আল্লাহর ক্ষমা পেতে হলে

১১ যে ক্ষমা বাড়ায় ভালোবাসা

১২ ক্ষমায় দূর হলো দুশমনি

১৩ এক জান্নাতি সাহাবির আমল

১৪ অপবাদের বিনিময়ে করলেন ক্ষমা!

ISBN 978-984-8041-59-8

9 789848 041598

ক্ষমাশীল হই

লেখক : আনভীর হায়দার

সম্পাদনা : আসিফ আদনান

শারঈ সম্পাদনা : আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

উৎস নির্দেশ : আসাদ আফরোজ

গ্রাফিক্স : শরিফুল আলম

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২২

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৳১৪২

সত্যায়ন

প্র কা শ ন

ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

মুঠোফোন: ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪১

sottayonprokashon

ছোটদের আখলাক সিরিজ

লজ্জাশীল হই

সত্যায়ন
প্রকাশন

৭ লজ্জার জন্য নয় তিরস্কার

একদিন নবি ﷺ যাচ্ছিলেন মদীনার পথ দিয়ে। পথে দেখা হলো এক আনসারি সাহাবির সাথে। সেই সাহাবি তার ভাইকে ধমক দিয়ে বললেন, "তুমি এত লজ্জা করো কেন! লজ্জা একটু কম করবে। মানুষের সামনে এত লজ্জা করলে তারা কী বলবে! সুযোগ পেলে তারা তোমার ক্ষতি করে ফেলবে!"

লজ্জা তো ভালো গুণ! এজন্য বকা দিতে হবে কেন? বিষয়টা একদম পছন্দ হলো না নবিজির। তাই আনসারি সাহাবিকে ডাক দিয়ে বললেন, "ওকে ছেড়ে দাও। কারণ লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।"

নবিজি নিজেও অনেক লাজুক ছিলেন। ঘরে-থাকা-কুমারী মেয়েদের থেকেও বেশি লাজুক ছিলেন তিনি। আবার যুদ্ধের ময়দানে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে সাহসী। তাই লজ্জাশীল হওয়া কোনো দুর্বলতা নয়।

নবি ﷺ বলেছেন, "লাজুকতা ও কম কথা বলা ঈমানের দুটি বৈশিষ্ট্য। আর অশ্লীলতা ও বেশি কথা বলা মুনাফিকির দুটি বৈশিষ্ট্য।"

ঘটনাটি বুখারি-এর ৬১১৮ এবং তিরমিযি-এর ২০২৭ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

১০ ছেলে হারিয়েছি; কিন্তু লজ্জা হারাইনি!

একবার সাহাবিরা রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। যুদ্ধে অনেকেই শহীদ হলেন। আত্মীয়-স্বজনের খবর জানতে মহিলারা এলেন নবি ﷺ-এর কাছে। উম্মু খাল্লাদ ﷺ ছিলেন এমনই এক নারী। তিনি নবিজির কাছে জানতে চাইলেন, 'আমার ছেলের অবস্থা কী?'

নবিজি তাকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন, "তোমার ছেলে নিহত হয়েছে আহলে কিতাবদের হাতে। সে দুইজন শহীদের সমান পুরস্কার পাবে।"

এই খবর শুনে সান্ত্বনা পেলেন উম্মু খাল্লাদ। আপনজনের মৃত্যু হলে অন্যান্য মহিলারা যা করে, তিনি তার কিছুই করলেন না। নিজের চুল খুলে বিলাপ করলেন না, মুখেও আঘাত করলেন না। এমনকি তাঁর মুখ ছিল নিকাবে ঢাকা। উম্মু খাল্লাদের এই অবস্থা দেখে অবাক হলেন সাহাবিরা। একজন সাহাবি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'আপনি এসেছেন মৃত ছেলের খবর জানতে। অথচ নিকাব করতে ভুলে যাননি?'

তিনি জবাব দিলেন, 'আমি আমার ছেলেকে হারিয়েছি; কিন্তু লজ্জা তো হারাইনি!'

সন্তান হারিয়েও পর্দা করতে ভুলেননি উম্মু খাল্লাদ। যুগে যুগে মুসলিম নারীরা এভাবেই নিজেদের পর্দা রক্ষা করে চলেছেন।

নবি ﷺ বলেছেন,

"প্রতিটি দ্বীনেরই একটি বৈশিষ্ট্য আছে।
ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো লাজুকতা।"

ঘটনাটি আবূ দাউদ-এর ২৪৮৮ এবং ইবনু মাজাহ-এর ৪১৮১ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

১২ লজ্জা শিখল দুষ্টু ছেলেটি

ইমাম শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ (রহ.) ছিলেন একজন বিখ্যাত হাদীস-বিশেষজ্ঞ। একবার তিনি গাধার ওপর চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল এক বখাটে ছেলে। ছেলেটা ছিল নির্লজ্জ। সে বড়দের সম্মান করতে জানত না।

ছেলেটা বলল, 'শুবাহ, আমাকে একটি হাদীস শোনাও তো!'

ইমাম শু'বাহ বুঝতে পারলেন, ছেলেটি হাদীস শুনতে আসেনি। সে এসেছে ঝামেলা করতে।

তাই তিনি বললেন, 'এভাবে হাদীস শেখা যায় না!'

ছেলেটা বলল, 'তুমি এক্ষুণি একটি হাদীস বলো, নইলে কিন্তু...!'

ইমাম শু'বাহ ﷺ বললেন, 'ঠিক আছে, তোমাকে হাদীস শোনাচ্ছি।' তিনি ভাবলেন, এমন একটি হাদীস বলা দরকার যাতে ছেলেটা নিজের ভুল বুঝতে পারে। তিনি বললেন, "নবি ﷺ বলেছেন, 'তোমার যদি লজ্জা না থাকে, তাহলে যা খুশি তা-ই করতে পারো!"

একথা শুনে চমকে উঠল ছেলেটা। তার মনে হলো যেন তাকে উদ্দেশ্য করেই কথাটি বলে গেছেন নবিজি! সে লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করুন!'

এরপর সে নিজেও হাদীস শিখতে শুরু করল। একদিন সে হয়ে গেল বিখ্যাত মুহাদ্দিস। আজ তাকেই আমরা চিনি শাইখ আবদুল্লাহ ইবনু মাসলামা কা'নাবি নামে। ইমাম আবূ দাউদ ছিলেন তাঁরই একজন ছাত্র!

বন্ধুরা দেখলে, লজ্জা কীভাবে মানুষকে ভালো পথ দেখায়! সম্মানী বানায়!

তাই তো নবি ﷺ বলেছেন, "লজ্জাশীলতার পুরোটাই কল্যাণ।"

ঘটনাটি ইবনু কুদামা-এর কিতাবুত তাওয়াবীন (১৩৩) অনুসারে সাজানো হয়েছে।

এক-নজরে
গল্পগুলো

১ লজ্জায় বললেন না ক্ষুধার কথা

২ লজ্জা বাধা দিলো মিথ্যা বলতে

৩ সাহসী পুরুষের লজ্জা

৪ লজ্জার কারণে পেলেন পুরস্কার

৫ আল্লাহর সামনে নবিজির লজ্জা

৬ আল্লাহকে কীভাবে লজ্জা করব?

৭ লজ্জার জন্য নয় তিরস্কার

৮ সত্য বলতে লজ্জা নেই

৯ তুমি হোয়ো না লজ্জাহীন

১০ ছেলে হারিয়েছি; কিন্তু লজ্জা হারাইনি!

১১ মূসা ﷺ-এর লজ্জা

১২ লজ্জা শিখল দুষ্টু ছেলেটি

১৩ ইলম শিখতে নেই লজ্জা

১৪ উম্মাহর সবচেয়ে লাজুক ব্যক্তি

ISBN 978-984-8041-59-8
9 789848 041598

লজ্জাশীল হই
লেখক : তানভীর হায়দার
সম্পাদনা : আসিফ আদনান
শারঈ সম্পাদনা : আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
উৎস নির্দেশ : আসাদ আফরোজ
গ্রাফিক্স : শরিফুল আলম
প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২২
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৳১৪২

সত্যায়ন
প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
মুঠোফোন: ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪১
sottayonprokashon

ছোটদের আখলাক সিরিজ

দয়ালু হই

সত্যায়ন
প্রকাশন

১ হয় না মুমিন দয়া ছাড়া

একদিন সাহাবিরা একটি সফরে গেলেন। পথে দেখলেন একটি লাল রঙের পাখি। পাখিটির বাসায় ছিল দুইটি ছানা। ছানা দুটিকে বাসা থেকে নামিয়ে আনলেন কয়েকজন সাহাবি। এতে মা পাখিটি অস্থির হয়ে গেল। ছানাগুলোকে ফিরে পাওয়ার জন্য ডানা ঝাপটাতে লাগল। এমন সময় সেখানে এলেন নবি ﷺ। মা পাখিটি উড়ে এল তাঁর কাছে। পালক ফুলিয়ে ঘুরতে লাগল নবিজির মাথার ওপর। এই দৃশ্য দেখে তিনি বললেন, "তোমরা কি কেউ পাখিটির বাচ্চা ছিনিয়ে এনেছ? এখনই ফিরিয়ে দাও বাচ্চাগুলোকে!"

সাহাবিরা ছানা দুটিকে ফিরিয়ে দিলেন। মা পাখিটি খুশি হয়ে আদর করতে লাগল ছানাগুলোকে। এটাই হলো নবিজির শিক্ষা। তিনি শিখিয়েছেন যেন আমরা সবার প্রতি দয়া করি।

নবি ﷺ বলেছেন, "দয়ালু না হলে মুমিন হতে পারবে না।"

সাহাবিরা বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমরা তো সবাই দয়ালু!'

তিনি বললেন, "এই দয়া শুধু তোমাদের সাথিদের প্রতি নয়; বরং সবার প্রতি।"

ঘটনাটি আবূ দাউদ-এর ২৬৭৫ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

৩ দয়া করলে দয়া মিলে

নবি ﷺ ছোটদের খুব ভালোবাসতেন। তাদেরকে কোলে তুলে নিতেন। চুমু খেতেন। আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। তাদের সাথে খেলাও করতেন।

একদিন নবিজি তার নাতি হাসানকে চুমু দিলেন। সেখানে ছিল একজন বেদুইন। এই দৃশ্য দেখে অবাক হলো সে। বেদুইন বলল, 'আমার দশটি ছেলেমেয়ে আছে। আমি কখনো তাদেরকে চুমু দিইনি!'

একথা শুনে নবি ﷺ তার দিকে তাকালেন। তিনি বেদুইনকে বললেন, "যদি আল্লাহ তোমার অন্তর থেকে দয়া-মায়া তুলে নেন, তাহলে আমি কী করব? যে অন্যের প্রতি দয়া করে না, সে নিজেও দয়া পায় না।"

নবিজি আরও বলেছেন,

"যে আমাদের ছোটদের আদর করে না আর বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের কেউ নয়।"

গল্পটি সহীহ বুখারি-এর ৫৯৯৭ এবং আবূ দাউদ-এর ৪৯৪৩ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

১৫ গরিব-মিসকীনদের প্রতি দয়া

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে বলবেন, "আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে খাবার দাওনি! আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে পান করাওনি! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমার সেবা করোনি!"

বান্দা অবাক হয়ে বলবে, 'মালিক আমার, আপনি তো অভাবমুক্ত! আপনার তো পানাহারের দরকার নেই। আপনি কীভাবে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও অসুস্থ হতে পারেন?' জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন, "আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল। তুমি তাকে দেখতে যাওনি। অমুক বান্দা ক্ষুধার্ত হয়ে খাবার চেয়েছিল। তুমি তাকে খাবার দাওনি। অমুক বান্দা পিপাসার্ত হয়ে পানি চেয়েছিল। তুমি তাকে পান করাওনি। যদি এগুলো দিতে তাহলে আজ আমার কাছেও তা পেতে!"

নবি ﷺ বলেছেন, "যে মুসলিম তার বস্ত্রহীন মুসলিম ভাইকে কাপড় পরাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরাবেন। যে মুসলিম তার ক্ষুধার্ত মুসলিম ভাইকে খাদ্য খাওয়াবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। আর যে মুসলিম তার কোনো তৃষ্ণার্ত মুসলিম ভাইকে পানি পান করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের শরবত পান করাবেন।"

ঘটনাটি সহীহ মুসলিম-এর ২৫৬৯ এবং আবূ দাউদ-এর ১৬৮২ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

১৬ সন্তানের প্রতি মায়ের দয়া

একদিন এক গরিব মহিলা এল আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে। মহিলাটির সাথে ছিল তার দুই মেয়ে। সে কিছু খাবার চাইল। তখন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে কয়েকটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি তাদেরকে তিনটি খেজুর দিলেন।

মহিলাটি দুইটি খেজুর দিলো তার দুই মেয়েকে। আর একটি খেজুর নিজে খাওয়ার জন্য হাতে রাখল। কিন্তু সে দেখল, তার দুই মেয়ে তাদের খেজুর খেয়ে তাকিয়ে আছে ওই খেজুরটির দিকে। তখন সে খেজুরটি দুই ভাগ করে দুই মেয়েকে দিয়ে দিলো। নিজে খেলো না কিছুই।

এই দৃশ্য দেখে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) অবাক হলেন! নবিজিকে এই ঘটনা জানালেন। সবকিছু শুনে নবি (ﷺ) বললেন, "তুমি অবাক হচ্ছ? এর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।"

ঘটনাটি সহীহ মুসলিম-এর ২৬৩০ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

এক-নজরে গল্পগুলো

১ হয় না মুমিন দয়া ছাড়া
২ দয়ালু পায় আল্লাহর দয়া
৩ দয়া করলে দয়া মিলে
৪ কাজের লোকদেরও করব দয়া
৫ খাদেমদের প্রতি নবিজির দয়া
৬ দয়া করি পশুর প্রতি
৭ দয়া করি পাখির প্রতি
৮ দয়ালু হই ইয়াতীমের প্রতি
৯ আল্লাহর দয়া সবচেয়ে বেশি
১০ বৃদ্ধের প্রতি দয়া
১১ মুসলিম উম্মাহর প্রতি দয়া
১২ দয়ালু হই পিতামাতার প্রতি
১৩ দয়ালু হই আত্মীয়ের প্রতি
১৪ নিজের প্রতি নিজের দয়া
১৫ গরিব-মিসকীনদের প্রতি দয়া
১৬ সন্তানের প্রতি মায়ের দয়া
১৭ নির্যাতিত মুসলিমদের প্রতি দয়া

ISBN 978-984-8041-59-8
9 789848 041598 >

দয়ালু হই
লেখক : তানভীর হায়দার
সম্পাদনা : আসিফ আদনান
শারঈ সম্পাদনা : আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
উৎস নির্দেশ : আসাদ আফরোজ
গ্রাফিক্স : শরিফুল আলম
প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২২
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৳১৪২

সত্যায়ন
প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
মুঠোফোন: ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪১
sottayonprokashon

ছোটদের আখলাক সিরিজ

মুখলিস হই

সত্যায়ন
প্রকাশন

২ ইখলাছ না থাকলে জয়ী হয় ইবলীস

বানূ ইসরাঈলের এক ব্যক্তি ছিলেন খুবই ইবাদাতগুজার। তিনি দিনরাত আল্লাহর ইবাদাত করতেন। একবার তিনি শুনলেন, লোকেরা একটি গাছের পূজা করছে! একথা শুনে রেগে গেলেন তিনি। ভাবলেন, এখনই কেটে ফেলতে হবে গাছটি। এই ভেবে হাতে কুড়াল নিয়ে রওনা দিলেন।

পথে দেখা হলো ইবলীসের সাথে। একজন বৃদ্ধ লোকের আকৃতি নিয়ে হাজির হলো সে।

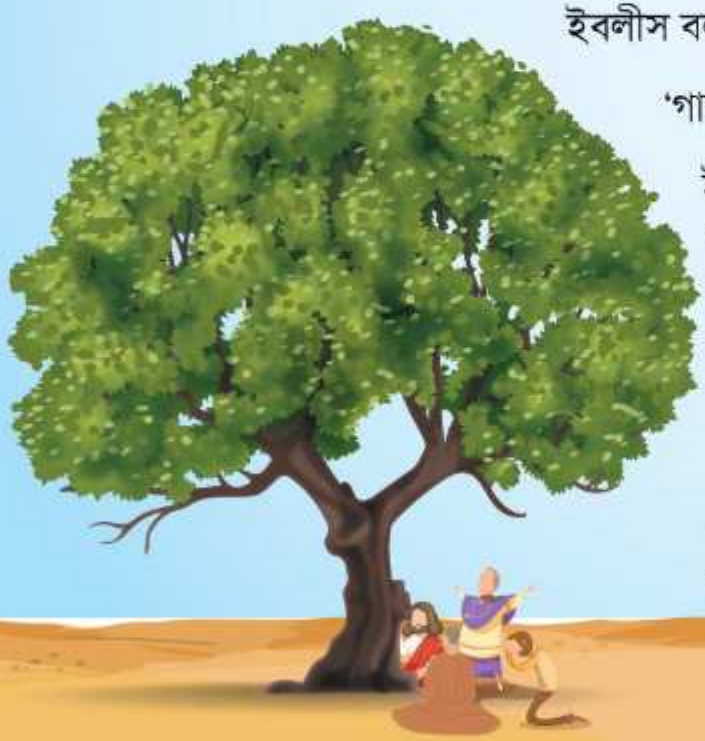

ইবলীস বলল, 'এই যে দরবেশ! কোথায় যাচ্ছেন?'

'গাছটা কেটে ফেলব,' জবাব দিলেন তিনি।

ইবলীস তাকে বারবার নিষেধ করল। কিন্তু তিনি থামলেন না। তখন ইবলীস ধস্তাধস্তি করতে লাগল ওই দরবেশের সাথে। কিন্তু দরবেশ একবার আঘাত করেই ইবলীসকে মাটিতে ফেলে দিলেন।

এবার ইবলীস একটা নতুন বুদ্ধি বের করল। সে বলল, 'তুমি গাছটা কেটো না। বিনিময়ে আমি তোমাকে প্রতিদিন দুটি করে স্বর্ণমুদ্রা দেবো। এই স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তুমি অনেক ভালো কাজ করতে পারবে!' এই কথায় রাজি হয়ে গেলেন তিনি।

পরপর দুই দিন দরবেশ তার ঘরে দীনার পেয়ে গেলেন। কিন্তু তৃতীয় দিন কিছু পেলেন না।

এবার রেগে গেলেন তিনি। কুড়াল হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আজ গাছটা কেটেই ফেলবেন।

পথে আবার ইবলীস হাজির হলো বৃদ্ধের আকৃতি নিয়ে। দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হলো।

কিন্তু এবার জিতে গেল ইবলীস!

আল্লাহর বান্দাকে চিৎ করে ফেলে দিলো মাটিতে।

সেই ইবাদাতগুজার বান্দা অবাক হয়ে বললেন, 'আজ তুমি আমাকে হারিয়ে দিলে কীভাবে?'

ইবলীস বলল, 'কারণ প্রথমবার তুমি রাগ করেছিলে শুধুই আল্লাহর জন্য। সেদিন তোমার কাজে ইখলাস ছিল। তাই আল্লাহই তোমাকে জিতিয়েছেন। কিন্তু আজ তুমি রাগ করেছ স্বর্ণমুদ্রা না পাওয়ার কারণে, আল্লাহর জন্য নয়। তাই এবার আমি তোমাকে হারিয়ে দিয়েছি!'

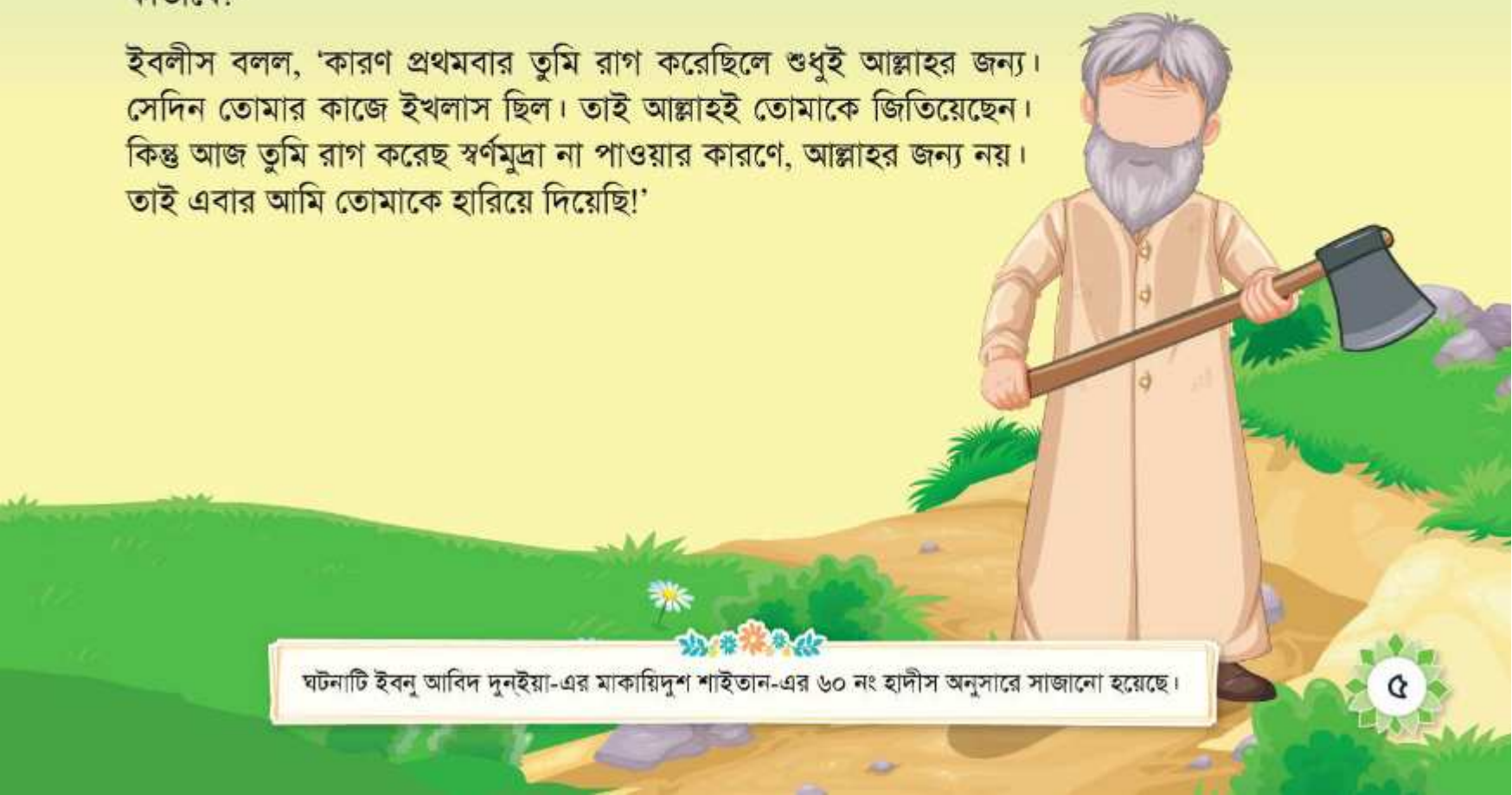

ঘটনাটি ইবনু আবিদ দুনইয়া-এর মাকায়িদুশ শাইতান-এর ৬০ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

১ ইখলাসের মূল্য অনেক বেশি

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা এক ব্যক্তিকে ডেকে আনবেন সবার সামনে। এরপর খুলবেন তার হিসাবের খাতা। প্রতিটি খাতা হবে যতদূর দেখা যায়, ততদূর পর্যন্ত ছড়ানো। এরকম খাতা হবে নিরানব্বইটি! তাতে লেখা থাকবে লোকটির ছোট-বড় সব আমলের কথা। আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, 'তুমি কি এগুলোর কোনোকিছু আস্বীকার করো?' সে বলবে, 'না, হে আমার রব!' আল্লাহ বলবেন, 'আমার কাছে তোমার একটি নেকি আছে। আজ তোমার ওপর কোনো জুলুম করা হবে না।' এরপর লোকটির সামনে আনা হবে একটি ছোট্ট কাগজের টুকরা। তাতে লেখা থাকবে,

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং

আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

সেই কাগজের টুকরোটি ওজন করা হবে। লোকটি অবাক হয়ে বলবে, 'এত বড়-বড় খাতার তুলনায় এই ছোট্ট কাগজের টুকরা ওজন করে কী হবে?' তবুও সেটা ওজন করা হবে। নিরানব্বইটি খাতা রাখা হবে এক পাল্লায়। আর ওই ছোট্ট কাগজটি রাখা হবে আরেক পাল্লায়। লোকটি অবাক হয়ে দেখবে, ছোট্ট কাগজের টুকরার ওজনই বেশি হবে! আর বড় বড় খাতাগুলো হালকা হয়ে যাবে!

বন্ধুরা, সব মুসলিমরাই কালিমা পড়ে। কিন্তু সবার কালিমার ওজন তাদের গুনাহের পাল্লা থেকে ভারী হবে না। কারণ সবার ইখলাস সমান নয়। আর ইখলাসের কারণেই আমল ভারী হয়।

ঘটনাটি তিরমিযি-এর ২৬৩৯ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

১ যেমন নিয়ত, তেমন ফল

এক লোকের ইচ্ছা হলো সে বিয়ে করবে মক্কার কোনো অভিজাত নারীকে। এই ভেবে সে এক নারীর পরিবারে প্রস্তাব পাঠাল। তার নাম উম্মু কাইস। কিন্তু প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দিলো উম্মু কাইসের পরিবার।

কিছুদিন পর আরবে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ল। উম্মু কাইস ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলেন। হিজরতের অনুমতি আসার পর তিনি মদীনায় হিজরত করলেন। ওদিকে ওই লোকটাও মদীনায় হিজরত করল। তবে সে হিজরত করল উম্মু কাইসকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করেনি সে। তাই তার হিজরত কবুলও হয়নি। সাহাবিরা বলতেন, 'সে তো উম্মু কাইসের মুহাজির!'

ইখলাস না থাকলে আমাদের আমল কবুল হবে না। ইখলাসের একটি অর্থ হলো বিশুদ্ধ নিয়ত।

নবি ﷺ বলেছেন, "কাজের ফল নির্ভর করে নিয়তের ওপর। নিয়ত যেমন, কাজের ফলও হবে তেমন। যে হিজরত করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই হয়েছে ধরা হবে। আর যে হিজরত করে দুনিয়া পাওয়ার জন্য অথবা কোনো নারীকে বিয়ে করার জন্য, তার হিজরতের বিনিময় সেটাই হবে।"

গল্পটি সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/৫৯০) এবং সহীহ বুখারি-এর ১ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

এক-নজরে গল্পগুলো

১ ইখলাস আনে আল্লাহর সন্তুষ্টি

২ ইখলাছ না থাকলে জয়ী হয় ইবলীস

৩ মুক্তি মিলল ইখলাসের কারণে

৪ আল্লাহ দেখছেন সবসময়!

৫ ইখলাস কখনো যায় না বৃথা

৬ ইখলাস না থাকলে, আমল যায় বিফলে

৭ চাইলেন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি

৮ সুনাম চাওয়া গোপন শিরক

৯ ইখলাসের মূল্য অনেক বেশি

১০ যেমন নিয়ত, তেমন ফল

১১ খ্যাতি চাই না, চাই ইখলাস

১২ আমল গোপন রাখার গল্প

১৩ ইখলাসের পুরস্কার অনেক বেশি

ISBN 978-984-8041-59-8

9 789848 041598

মুখলিস হই

লেখক : তানভীর হায়দার
সম্পাদনা : আসিফ আদনান
শারঈ সম্পাদনা : আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
উৎস নির্দেশ : আসাদ আফরোজ
গ্রাফিক্স : শরিফুল আলম
প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২২
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৳১৪২

সত্যায়ন
প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
মুঠোফোন: ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪১
sottayonprokashon

ছোটদের আখলাক সিরিজ

সহযোগী হই

সত্যায়ন
প্রকাশন

৪ বন্ধুদের সহযোগিতায় ভাঙল ভুল

দুইজন তরুণ সাহাবি ছিলেন একে-অন্যের বন্ধু। দুজনের নামই মুআয। একজনের নাম মুআয ইবনু আমর। আরেকজনের নাম মুআয ইবনু জাবাল।

মুআযের পিতা আমর ছিল মূর্তিপূজারী। তাই তারা দুই বন্ধুসহ আরও কয়েকজন তরুণ সাহাবি ঠিক করলেন, আমরকে ইসলামের পথে আনতে হবে। মূর্তিপূজার ভুল ভাঙাতে হবে। সবাই মিলে বুদ্ধি করলেন, রাতের বেলা আমরের মূর্তিটা ফেলে দেবেন ময়লার গর্তে!

যেই ভাবা সেই কাজ। পরদিন সকালে উঠে আমর তার মূর্তি খুঁজে পেল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখল, মূর্তিটা পড়ে আছে ময়লার গর্তে! কে করল এই কাজ! আমর তাকে গালাগালি করতে লাগল। আর মূর্তিটা উঠিয়ে নিয়ে এল। ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে রাখল আগের জায়গায়।

প্রতি রাতেই ঘটতে লাগল এই ঘটনা। সব বন্ধুরা মিলে চুপিচুপি মূর্তিটা ফেলে দিতেন গর্তে। আর প্রতিবারই আমর মূর্তিটা উঠিয়ে আনত সেখান থেকে। এরপর ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে রাখত।

একদিন আমর নিজেই বিরক্ত হয়ে গেল। এক কাজ আর কয়বার করা যায়! এবার মূর্তির গলায় একটি তলোয়ার ঝুলিয়ে দিলো আমর। যেন মূর্তিটা নিজেই নিজেকে বাঁচাতে পারে।

কিন্তু কাঠের মূর্তি কি আর তলোয়ার চালাতে পারে? সেই রাতেও সবাই মিলে মূর্তিটা ফেলে দিলেন ময়লার গর্তে। আর তলোয়ারটা বেঁধে দিলেন একটা মৃত কুকুরের গলায়!

পরদিন সকালেও আমর মূর্তি খুঁজে পেল না। সে আবার চলে এল ময়লার স্তূপে। এসে দেখে মূর্তিটা পড়ে আছে একটা মরা কুকুরের পাশে! আর তলোয়ারটা বাঁধা আছে কুকুরের গলায়!

এই দৃশ্য দেখে আমরের ভুল ভাঙল। সে বুঝতে পারল মূর্তি নিজেই অসহায়। সে কারও লাভ-ক্ষতি করতে পারে না। তাহলে ওর ইবাদাত করব কেন? এই ভেবে আমর মূর্তিপূজা বাদ দিলো। আর ইসলাম গ্রহণ করে একজন উত্তম সাহাবি হয়ে গেল। তরুণ সাহাবিদের সহযোগিতাই ছিল এর বড় কারণ।

গল্পটি যাহাবি-এর সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১/২৫৭) অনুসারে সাজানো হয়েছে।

১৬ সহযোগী হই পিঁপড়ার মতো

নবি সুলাইমান (আ)-কে আল্লাহ তাআলা দিয়েছিলেন এক বিশাল রাজত্ব। এমন রাজত্ব আর কাউকে দেওয়া হয়নি। জিন, মানুষ, পশু-পাখি সবই ছিল তার অনুগত। সবার ভাষাও বুঝতে পারতেন তিনি।

একবার সুলাইমান (আ) তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাচ্ছিলেন। একটি উপত্যকায় এসে দেখলেন, সেখানে অনেক পিঁপড়া। একটি পিঁপড়া সুলাইমান (আ)-এর বাহিনী দেখে ছুটে পালাল। সে অন্য পিঁপড়াদের বলল, 'হে পিঁপড়ার দল, তোমরা সবাই গর্তে ঢুকে পড়ো। নইলে সুলাইমান ও তার বাহিনী তোমাদের পিষে ফেলবে!'

সুলাইমান (আ) এই ছোট্ট পিঁপড়ার কথা শুনতে পেলেন। তিনি পিঁপড়ার কথা শুনে মুচকি হাসলেন। আর বললেন, 'আল্লাহ, আমাকে শক্তি দাও। আমি যেন তোমার নিয়ামাতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি।'

সেই পিঁপড়াটি ছিল পরোপকারী। সে স্বার্থপর ছিল না। বিপদের মুখে সে অন্য পিঁপড়াদের কথা ভুলে যায়নি। মুহূর্তের মধ্যে ছুটে গিয়ে সব পিঁপড়াকে এই খবর জানিয়ে দিলো। পিঁপড়ারা এমনই হয়। একজন বিপদ টের পেলে সবাইকে জানিয়ে দেয়। ওরা হয় একে অন্যের সহযোগী।

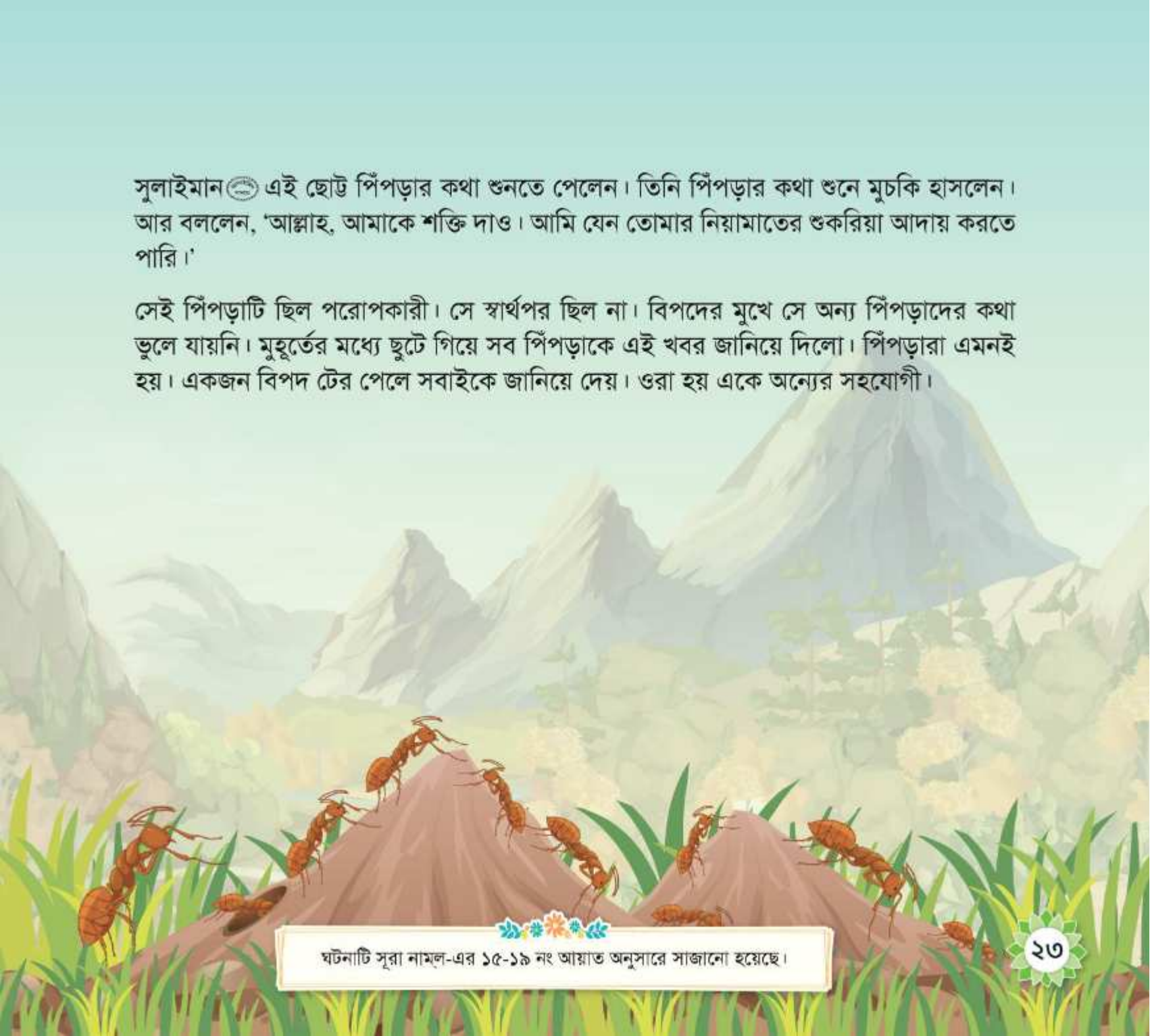

ঘটনাটি সূরা নাম্‌ল-এর ১৫-১৯ নং আয়াত অনুসারে সাজানো হয়েছে।

এক-নজরে গল্পগুলো

১ ভাই হলেন ভাইয়ের সহযোগী
২ মুক্তি পেলেন সবার সহযোগিতায়
৩ মসজিদ বানালেন সবাই মিলে
৪ বন্ধুদের সহযোগিতায় ভাঙল ভুল
৫ সহযোগিতা নয় গুনাহের কাজে
৬ আল্লাহর আনুগত্যে সহযোগী হই
৭ দুর্বল পেল বাদশাহর সহায়তা
৮ সহযোগী হলেন কা'বা নির্মাণে
৯ মজলুমের সাহায্যে এগিয়ে যাই
১০ মুসলিম ভাইয়ের পাশে দাঁড়াই
১১ নিজেই হই নিজের সহযোগী
১২ পাঁচজনের সহায়তায় গড়ল প্রতিরোধ
১৩ সহযোগিতা না করায় পেল শাস্তি
১৪ ভালো কাজে সহযোগী হই
১৫ যিনি ছিলেন নবিজির সহযোগী
১৬ সহযোগী হই পিঁপড়ার মতো
১৭ ভারী পাথর সরানোর গল্প

ISBN 978-984-8041-59-8
9 789848 041598 >

সহযোগী হই
লেখক : অনভীর হায়দার
সম্পাদনা : আসিফ আদনান
শারঈ সম্পাদনা : আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
উৎস নির্দেশ : আসাদ আফরোজ
গ্রাফিক্স : শরিফুল আলম
প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২২
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৳১৪২

সত্যায়ন প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
মুঠোফোন: ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪১
sottayonprokashon

ছোটদের আখলাক সিরিজ

অনুগত হই

সত্যায়ন
প্রকাশন

২ অনুগত হই সাহাবীদের মতো

একবার মসজিদে নববিতে দুই ব্যক্তি ঝগড়া শুরু করলেন। ঝগড়া হচ্ছিল পাওনা টাকা নিয়ে। কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি নন। দুজন উচ্চস্বরে কথা কাটাকাটি করতে লাগলেন। নবি ﷺ তাঁর ঘর থেকেই হইচই শুনতে পেলেন। তিনি কোনো কথা না বলে শুধু ঘরের পর্দাটা উঠালেন। নবিজি দেখলেন, সাহাবি কা'ব ﷺ ঝগড়া করছেন আরেক সাহাবির সাথে। কোনো কথা বললেন না নবিজি। শুধু ডাক দিলেন, 'কা'ব!' সাথে সাথেই থেমে গেল দুজনের ঝগড়া!

কা'ব জবাব দিলেন, 'লাব্বাইক ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার খেদমতের জন্য আমি প্রস্তুত!'

নবি ﷺ হাত দিয়ে ইশারা করলেন। সাথে সাথে বুঝে গেলেন কা'ব, 'এই ইশারার মানে হচ্ছে তুমি অর্ধেক ঋণ মাফ করে দাও!'

কা'ব বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তা-ই করলাম!'

নবিজির হাতের ইশারাতেই থেমে গেল দুজনের তুমুল ঝগড়া। সাহাবিরা এতটাই মানতেন নবিজিকে। কোনো আদেশ পেলে তারা শুধু একটি কথাই বলতেন, 'শুনলাম ও মানলাম!' কারণ তারা ছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত।

ঘটনাটি সহীহ বুখারি-এর ২৭১০ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

৬ আদেশ পালনে নয় দেরি

মূর্খতার যুগে কেউ পর্দা করত না। মেয়েরা নিজেদের সৌন্দর্য দেখিয়ে ঘুরে বেড়াতো।

এরপর এল ইসলামের যুগ। আল্লাহ তাআলা মুমিন নারীদের পর্দার আদেশ দিলেন।

আল্লাহ বললেন,

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

"তারা যেন তাদের গলা ও বুক মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলে।"

এই আয়াত শুনেই মুমিন নারীরা আল্লাহর আদেশ পালনে লেগে পড়ল। অনেকে চাদর ছিঁড়ে খিমার বানাল। আর অনেকে কোমরে বাঁধা কাপড় খুলে সাথে সাথেই ঢেকে নিল নিজেদের। আল্লাহর আদেশ মানতে একটুও দেরি করতে চাইলেন না তারা।

সাহাবিরা ঘরে গিয়ে তাদের স্ত্রীদের জানালেন পর্দার আয়াতটি। তারাও খিমার বানিয়ে নিলেন। ফজরের সালাতে সবাই এলেন মাথায় খিমার পরে। আনসার নারীরা এমনভাবে কালো কাপড় জড়িয়ে বের হলেন, দেখলে মনে হতো যেন তাদের মাথায় কাক বসে আছে!

ঘটনাটি আবূ দাউদ-এর ৪১০১ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

১৭ অনুগত হওয়ার সহজ উপায়

অনেক দিন আগে এক দরবেশ ছিলেন। তার নাম ইবরাহীম ইবনু আদহাম।

একবার তার কাছে এসে এক যুবক বলল, 'আমি আল্লাহর অনুগত হতে পারছি না। আমাকে কিছু উপদেশ দিন!' ইবরাহীম ইবনু আদহাম (রহ.) বললেন, 'এটা তো খুবই সহজ। তুমি গুনাহের কাজ করতে থাকো! কোনো সমস্যা নেই!' যুবকটি অবাক হয়ে বলল, 'কীভাবে?'

ইবরাহীম বললেন, 'ছয়টি উপায়ে তুমি আল্লাহর অবাধ্য হতে পারো—

১ যদি গুনাহ করতে চাও, তাহলে আল্লাহর দেওয়া কোনো রিয্ক খাবে না!

২ আল্লাহর রাজত্বের বাইরে গিয়ে গুনাহ করবে!

৩ এমন জায়গায় গিয়ে পাপ করবে, যেখানে আল্লাহ তোমাকে দেখবে না!

৪ মৃত্যুর ফেরেশতা এলে বলবে, 'আমাকে একটু সময় দাও। আমি সব গুনাহ থেকে তাওবা করে নিই!'

৫ কবরের ফেরেশতারা প্রশ্ন করতে এলে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ো!

৬ কিয়ামাতের ময়দানে জাহান্নামের ফেরেশতা তোমাকে নিতে এলে বলবে, 'আমি তোমাদের সাথে যাব না!''

যুবকটি অবাক হয়ে বলল, 'এগুলোর একটিও তো করা সম্ভব নয়।'

এবার ইবরাহীম ইবনু আদহাম (রহিমাহুল্লাহ) বললেন, 'তাহলে আল্লাহর অবাধ্যতা করছো কোন সাহসে? তুমি এখনই আল্লাহর অনুগত হয়ে যাও। গুনাহ থেকে তাওবা করো। সকল পাপ বাদ দাও।'

যুবকের অন্তরে কথাগুলো বেশ প্রভাব ফেলল। সে নিজের অতীত-গুনাহের জন্য লজ্জিত হলো। এরপর যুবকটি ইবরাহীম ইবনু আদহামের উপদেশ মতো আল্লাহর অনুগত হয়ে পূণ্যময় জীবন কাটাতে লাগল।

ঘটনাটি কিতাবুত তাওয়াবীন-এর ১২১ নং ঘটনা অনুসারে সাজানো হয়েছে।

এক-নজরে গল্পগুলো

১ আনুগত্য আসে ভালোবাসা থেকে
২ অনুগত হই সাহাবীদের মতো
৩ শুনলাম আর মেনে নিলাম!
৪ কুরআন পড়ি, অনুগত হই
৫ আল্লাহ-রাসূলের আদেশ মানি
৬ আদেশ পালনে নয় দেরি
৭ নবিজিকে মান্য করার পুরস্কার
৮ আদেশ না মানায় বিরাট ক্ষতি!
৯ নেতাকে মানবো শর্ত মেনে
১০ আনুগত্য নেই আল্লাহর অবাধ্যতায়
১১ অনুগত হই পিতামাতার প্রতি
১২ স্ত্রী হবে স্বামীর অনুগত
১৩ অবাধ্যতার ভয়াবহ পরিণতি
১৪ মায়ের অনুগত হওয়ার পুরস্কার
১৫ অনুগত হব না গুনাহের কাজে
১৬ মাছি বলছে অনুগত হও!
১৭ অনুগত হওয়ার সহজ উপায়

ISBN 978-984-8041-59-8
9 789848 041598

অনুগত হই
লেখক : তানভীর হায়দার
সম্পাদনা : আসিফ আদনান
শারঈ সম্পাদনা : আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
উৎস নির্দেশ : আসাদ আফরোজ
গ্রাফিক্স : শরিফুল আলম
প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২২
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৳১৪২

সত্যায়ন
প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
মুঠোফোন: ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪১
sottayonprokashon